এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা / সংখ্যা ১৬০ / জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ / রেজি নং-২৪-৮৭

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২৬ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এমপি

নারীদের পেছনে রেখে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়

-মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এমপি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বর্ণাঢ্য আয়োজনে দিবসটি উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে এলজিইডির পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় আত্মনির্ভরশীল ০৯ জন সফল নারীকে ‘শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২৬’ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এমপি। এলজিইডি সদর দপ্তরের কামরুল ইসলাম সিদ্দিক মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, নারীদের পেছনে রেখে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই নারী। উন্নয়ন টেকসই করতে নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। মন্ত্রী আরও বলেন, আজকের অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত এক নারীর জীবনসংগ্রামের গল্প শুনে উপলব্ধি করেছি, নারীরা কতটা অদম্য ও সক্ষম হয়ে উঠতে পারেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোঃ শহীদুল হাসান। তিনি বলেন, একটি প্রকৌশল অধিদপ্তর হয়েও এলজিইডি নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ বেলাল হোসেন বলেন, এলজিইডি প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে আসছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রকল্পে এলজিইডির অধীনে হাজার হাজার নারী কর্মরত রয়েছেন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি কাজী সাইফুল কবীর। এছাড়া এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য “আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায় বিচার সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার”-এর ওপর বক্তব্য রাখেন এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের সদস্য সচিব ও নির্বাহী প্রকৌশলী সালমা শহীদ।

অনুষ্ঠানে একজন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী তাঁর জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২৬ বিজয়ীরা হলেন: পল্লি উন্নয়ন সেক্টর-প্রথম-নার্গিস; দ্বিতীয়-মোছাঃ মালেকা বেগম এবং তৃতীয়-লাকী আক্তার। নগর উন্নয়ন সেক্টর- প্রথম-কল্যাণী বিশ্বাস; দ্বিতীয়-মোছাঃ রাশিদা বেগম এবং তৃতীয়-মাহমুদা খাতুন। পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর- প্রথম-রাবেয়া সুলতানা; দ্বিতীয়-কানিজ ফাতেমা এবং তৃতীয়-মোছাঃ জাহানারা বেগম।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ফটোগ্যালারির মাধ্যমে এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জেন্ডারভিত্তিক কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। আলোচনা সভা শুরুর আগে মাননীয় মন্ত্রী ফটোগ্যালারি পরিদর্শন করেন। আকর্ষণীয় উপস্থাপনার জন্য তিনটি প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম স্থান অর্জন করে আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (ইউডিসিজিপি); দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরসিআইপি)।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সারা দেশের এলজিইডির মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

গ্রামীণ সড়কে এলজিইডি নির্মিত সেতু নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে

দেশব্যাপী এলজিইডির গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ৪ লক্ষ হাজার ১১ হাজার ১৩৭.০৩ কিলোমিটার, যার মধ্যে পাকা সড়কের পরিমাণ ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭২৭.৩৫ কিলোমিটার। অর্থাৎ মোট গ্রামীণ সড়কের শতকরা ৩৯ ভাগ পাকা। এসব সড়কের মধ্যে উচ্চতর শ্রেণির অর্থাৎ উপজেলা সড়কের ৯৩ শতাংশ ও ইউনিয়ন সড়কের ৮০ শতাংশ পাকা করা হয়েছে।

এ শক্তিশালী পরিবহন নেটওর্য়াক গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হলো দেশব্যাপী বৈষম্যহীন, টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এলজিইডি'র মিশন হচ্ছে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করা।

বাংলাদেশে সড়ক যোগাযোগ নির্বিঘ্ন নয়। কারণ, এদেশ নদীমাতৃক। দেশজুড়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা-খাল-বিল। এসব নদী-খাল সরাসরি সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে। সব বাঁধা দূর করে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এলজিইডি গ্রামীণ সড়কে ছোট-বড় সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করছে। নির্মিত এসব সেতু-কালভার্ট দু'প্রান্তের মধ্যে সংযোগ স্মারক হিসেবে কাজ করছে যা সার্বিক উন্নয়নের গতি এগিয়ে নিচ্ছে।

সড়কের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে এলজিইডি উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক-এ ও গ্রাম সড়ক-বি (২ কি.মি. পর্যন্ত) নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এসব সড়কে ১,৫০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণের দায়িত্ব প্রাপ্ত। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) ও ১৯৯২ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছোট সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও সময়ের পরিক্রমায় এবং সক্ষমতা বাড়ায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এলজিইডি বড় সেতু নির্মাণ করছে। সেতুগুলো নির্মাণের ফলে মানুষ স্বল্পখরচে এবং স্বল্পসময়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহণ করতে পারছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এখনও বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। সমগ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে দেশব্যাপী শক্ত সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এজন্য কেবল সড়ক নির্মাণ যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সংযোগ সেতু বা কালভার্ট নির্মাণ।

দেশের গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করতে ইতিমধ্যে এলজিইডি বড় বড় নদীর ওপর দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যের একাধিক সেতু, ৮৫০ মিটার, ৯৫০ মিটার এবং সর্বোচ্চ ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু। এলজিইডির প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ায় এসব দীর্ঘ সেতু পেশাদারি উৎকর্ষের সঙ্গেই নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে।

এলজিইডি সেতু নির্মাণের পাশাপাশি সেতুগুলোকে পূর্ণ ব্যবহার উপযোগী করতে অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করছে। সেতুগুলো স্থানীয় জনগণের কাছে বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে। দেশব্যাপী নির্মিত সেতুগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সার্পোটিং রুরাল ব্রিজেস (সুপার-বি) প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, নৌ-চলাচল এবং পরিবেশগত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা সম্পাদন করে সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এলজিইডি একশ মিটারের উর্ধ্বে সেতুগুলোর জন্য হাইড্রলজিক্যাল ও মরফলজিক্যাল সমীক্ষা সাপেক্ষে ডিজাইন তৈরি করে থাকে। এসব সমীক্ষা সম্পাদন করা হচ্ছে মূলত নদ-নদীর নাব্য ও পরিবেশ, প্রতিবেশ সমুন্নত রেখে সেতুগুলো নির্মাণ করার জন্য অনূর্ধ্ব একশ মিটার সেতুর ক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএ-এর অনাপত্তি সাপেক্ষে নৌ-চলাচলের উচ্চতা নির্ধারণ করে সেতু নির্মাণ করা হয়। এলজিইডি নির্মিত সেতুগুলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

পল্লি এলাকার যোগাযোগ সুদৃঢ় ও কার্যকর করতে এসব সেতু মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। সেতুগুলো নির্মাণের ফলে সড়ক যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূর হচ্ছে এবং পল্লি এলাকার জনগণ একে অপরের কাছে এসেছে। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ।

নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নতুন দিগন্ত: রুটিন মেইন্টেনেন্স কন্ট্র্যাক্টের পাইলট কার্যক্রমের সূচনা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট দেশের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়কসমূহের টেকসই ও মানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে রুটিন মেইন্টেনেন্স কন্ট্র্যাক্ট (আরএমসি)-এর পাইলট কার্যক্রম শুরু করেছে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও যুগোপযোগী, পরিকল্পিত ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে দেশের ১৫টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। এসব জেলার গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কসমূহের মধ্য থেকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য সড়ক নির্বাচন করে সেগুলোকে তিন বছরের জন্য আরএমসি কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণাধীন আত্রাই আর এন্ড এইচ-কাশিয়াবাড়ি জিসি, আত্রাই সড়ক, নওগাঁ

২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭-এই তিন অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য আরএমসি কার্যক্রমে মোট ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত ১৫টি জেলার মোট ৪,৩০৫ কিলোমিটার গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী কর্মস্মাদন ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সড়কের পেভমেন্ট, সড়ক নিরাপত্তা উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর কার্যকর ও মানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

রক্ষণাবেক্ষণকৃত এলজিইডি মোড়-আয়নাপুর জিসি সড়ক, উপজেলা সদর, টাঙ্গাইল

এরপর পৃষ্ঠা-০৮

সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে নতুন দিগন্ত: হোস্ট ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে হেল্প

স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের (রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী) মৌলিক পরিষেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীলতা জোরদারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে হোস্ট অ্যান্ড এফডিএমএন এনহেন্সমেন্ট অব লাইভ থ্রু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (হেল্প)। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

মোট ১,৬৫০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত এ প্রকল্পে সরকারি অর্থায়ন ৯৪.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ও অনুদান মিলিয়ে ১,৫৫৬.৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ নির্ধারিত হয়েছে মে ২০২৪ থেকে জুন ২০২৮ পর্যন্ত। চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার ও নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ এবং নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া, চাটখিল, সোনাইমুড়ী, কবিরহাট, কোম্পানিগঞ্জ, সেনবাগ, নোয়াখালী সদর ও বেগমগঞ্জ উপজেলা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক পরিষেবায় সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পের আওতায় নেওয়া হয়েছে বহুমুখী উদ্যোগ। এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জরুরি সেবা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং বাজার ও বিভিন্ন পরিষেবায় সহজ প্রবেশ নিশ্চিতকরণ। পাশাপাশি নির্মাণ করা হচ্ছে বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, সরবরাহ করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং কমিউনিটি পর্যায়ে পরিচালিত হচ্ছে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

এছাড়া ক্যাম্প ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নবায়নযোগ্য ও টেকসই জ্বালানি অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) নির্ভর নির্মাণ মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমন্বিত এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পটি দারিদ্র্য হ্রাস, জীবনমান উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়নে আইইউজিআইপি: নগর উন্নয়নের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে নারীর জীবন ও জীবিকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প নগর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। উন্নত নগর সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রকল্পটি অংশগ্রহণমূলক নগর পরিচালনা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ফলে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলোতে প্রান্তিক নারীরা শুধু উন্নয়নের সুবিধাভোগী নন, বরং স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের সক্রিয় অংশীদারে পরিণত হচ্ছেন। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি-এর আর্থিক সহায়তায় দেশের ৮৮টি পৌরসভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আইইউজিআইপি বাস্তবায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে পৌরসভার নিয়মিত কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত করা। প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী প্রতিটি অংশগ্রহণকারী পৌরসভা প্রতিবছর তাদের নিজস্ব রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ২ শতাংশ নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যয় করছে। এ অর্থের মাধ্যমে নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্যোগ এবং সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে বহু নারী আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তাঁদের অংশগ্রহণ বেড়েছে।

আইইউজিআইপি প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাগজের প্যাকেট বানানোর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, বাঘা পৌরসভা, রাজশাহী

আইইউজিআইপি প্রকল্পের আওতায় রাজবাড়ী পৌরসভার রাশিদা বেগম দ্বিতীয় এবং কুমারখালী পৌরসভার মাহমুদা খাতুন তৃতীয় স্থান অর্জন করেন

প্রকল্পটি নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরাপদ পানি সরবরাহ, উন্নত স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং মানসম্মত নগর সেবায় সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছে। একই সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা তাঁদের নেতৃত্বের বিকাশ এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। উন্নত নগর পরিবেশ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে অনেক নারী এখন আত্মনির্ভরশীল হয়ে পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

আইইউজিআইপি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই ইতিবাচক পরিবর্তনের স্বীকৃতি মিলেছে এলজিইডির 'আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার-২০২৬'-এ। এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের আয়োজনে প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় আয়োজিত এ পুরস্কারের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করা, তাঁদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রাথমিক পর্যায়ে আইইউজিআইপিভুক্ত ১০টি পৌরসভা থেকে ১১ জন নারী মনোনীত হন। চূড়ান্ত মূল্যায়নে নগর উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় আইইউজিআইপির দুই নারী বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেন। রাজবাড়ী পৌরসভার রাশিদা বেগম দ্বিতীয় এবং কুমারখালী পৌরসভার মাহমুদা খাতুন তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। তাঁদের এই অর্জন কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়; বরং আইইউজিআইপির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

একই সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা তাঁদের নেতৃত্বের বিকাশ এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

পরিচ্ছন্ন নগর গঠনে জনসম্পৃক্ততার নতুন দৃষ্টান্ত

ইউডিসিজিপি-এর উদ্যোগে পরিচ্ছন্নতা অভিযান-এ জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সিটি গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ইউডিসিজিপি)-এর আওতায় অংশগ্রহণকারী নগর স্থানীয় সরকার (ইউএলবি)-সমূহে টেকসই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এসডব্লিউএম) জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় পাইলট এলাকাগুলোতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান (ক্লিন-আপ ড্রাইভ) সফলভাবে পরিচালিত হয়। এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল নগরবাসীর মধ্যে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা এবং নিজ নিজ এলাকার পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে অন্যান্য নগর স্থানীয় সরকারেও এ উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্য একটি কার্যকর মডেল তৈরি করাও ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য।

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অংশ হিসেবে পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

অভিযান চলাকালে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের পাশাপাশি বর্জ্য পৃথকীকরণ, ৩-আর (রিডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল) ধারণার প্রসার, তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ (আইইসি) উপকরণের ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উত্তম চর্চাগুলো ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য সংরক্ষণ ও নথিভুক্ত করা হচ্ছে।

অভিযানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- পৌর প্রশাসন ও সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন;

এরপর পৃষ্ঠা-০৮

বরিশালে আড়িয়াল খাঁ নদের ওপর দু'টি সেতুর কাজ সম্পন্ন, যোগাযোগে নতুন গতি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সেতু রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন, প্রশস্তকরণ ও নতুন সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বন্যা, নদীভাঙন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় বরিশাল জেলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুর নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে বরিশালের বিভিন্ন উপজেলার সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ আরও সহজ, নিরাপদ ও দ্রুততর হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মুলাদী উপজেলার আড়িয়াল খাঁ নদের ওপর ৫১২.৪৬ মিটার দীর্ঘ সেতুর পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নদীভাঙনে সেতুর পূর্বপ্রান্তের অ্যাবাটমেন্ট ও অ্যাপ্রোচ সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ২০২৩ সালে পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ৮০ মিটার সেতু সম্প্রসারণ এবং উভয় প্রান্তে ৭৭০ মিটার অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণসহ পুরো কাজ ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। এছাড়া গৌরনদী উপজেলার পালরদী খালের ওপর জরাজীর্ণ ৩৭ মিটার বেইলি ব্রিজ অপসারণ করে ৪৫ মিটার দীর্ঘ আধুনিক আর্চ গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে, যা একই সময়ে সম্পন্ন হয়েছে।

বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ৫১২.৪৬ মিটার দীর্ঘ সেতু পুনর্বাসন

সংশ্লিষ্টরা জানান, দুটি সেতুর কাজ শেষ হওয়ায় হিজলা, মুলাদী, মেহেন্দিগঞ্জ, গৌরনদী ও কালকিনি উপজেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে। কৃষিপণ্য দ্রুত বাজারজাত করা, হাসপাতাল ও জরুরি সেবাকেন্দ্রে সহজে পৌঁছানো, শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। একই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নেও এসব সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে এলজিইডি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) রাজস্ব খাতের আওতায় সারা দেশে গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক সচল ও কার্যকর রেখে নিরাপদ এবং নির্বিঘ্ন যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় সময়ান্তর (পিরিয়ডিক), নিয়মিত (রুটিন) এবং জরুরি (ইমার্জেন্সি)–এই তিন ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের ১ লাখ ৬১ হাজার ৩২২ কিলোমিটার পাকা গ্রামীণ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২২ হাজার ২১৪ কোটি টাকার চাহিদার বিপরীতে সংশোধিত বাজেটে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ বরাদ্দের আওতায় সারাদেশে ৫ হাজার ৪০০ কিলোমিটার সড়কের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মোবাইল রক্ষণাবেক্ষণ দল (এমএমটি) ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দল (এলসিএস)-এর মাধ্যমে নিয়মিত ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমানে এমএমটির মাধ্যমে ৮ হাজার কিলোমিটার সড়কের উপরিভাগের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে ৬৮.১২ কোটি টাকার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। একই সঙ্গে এলসিএস-এর মাধ্যমে ২০৮.৭২ কোটি টাকার বরাদ্দে ১৭ হাজার ৪০০ কিলোমিটার সড়কের পার্শ্ববর্তী কাঁচা অংশের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমে ১৭,৩৯৯ জন শ্রমিক এবং ১,০৬৯ জন তত্ত্বাবধায়ক সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে দেশের গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক সচল রাখতে নিরলসভাবে কাজ করছেন।

চিরিরবন্দর জিসি (ছোট বোল)-লক্ষ্মীতলা আরএইচডি ভায়া ভায়েল ইউপি অফিস, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর

মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২ হাজার ৪০০ কিলোমিটার সড়কের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রায় ৩ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সড়কের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ (এমএমটি) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে কর্মসূচির সার্বিক বাস্তবায়নে প্রায় ৪৫ শতাংশ ভৌত এবং ৪২ শতাংশ আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এলজিইডি আশাবাদী।

গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের কার্যকর ও সময়োপযোগী রক্ষণাবেক্ষণের ফলে কৃষিপণ্য পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য মৌলিক সেবায় মানুষের নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াত নিশ্চিত হচ্ছে। একই সঙ্গে সড়কের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, যানবাহন পরিচালনা ব্যয় ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস এবং সরকারি বিনিয়োগের দীর্ঘমেয়াদি সুফল নিশ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে, শ্রমিকনির্ভর এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনেও ইতিবাচক অবদান রাখছে।

ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে

ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে শিশুদের জন্য আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে 'ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ' প্রকল্পের আওতায় সুদৃশ্য ও আধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে একাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এই দৃষ্টিনন্দন বিদ্যালয়গুলোতে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, খেলাধুলার জায়গা ও অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো, শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ নিশ্চিত করা, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং বিদ্যালয়ে শতভাগ শিশু ভর্তি নিশ্চিত করা। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রকল্পটি প্রথম অনুমোদন দেয়। ১৩৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম সংশোধিত প্রকল্পটি ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ একনেকে অনুমোদন লাভ করে।

দৃষ্টিনন্দন বাউথার ওহাব বেপারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গুলশান, ঢাকা

প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা হলো ৩৫৬টি বিদ্যালয়ের মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত এবং মাটি পরীক্ষা করা, ১৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দন করা,

এরপর পৃষ্ঠা-০৮

সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত): পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনা

কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত ভারুয়াখী চান্দর ফাঁড়ি হতে ক্যারীপাড়া খাল পুনর্খনন

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি সংরক্ষণ, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সারা দেশে বাস্তবায়ন করছে 'সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)'। প্রকল্পের আওতায় খাল পুনর্খনন, পুকুর পুনর্খনন, ঘাটলা ও ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, পরিবেশ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর সুফল ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে।

কক্সবাজার জেলা

কক্সবাজার সদর উপজেলার ভারুয়াখালী চান্দুর ফাঁড়ি থেকে ক্যারীপাড়া পর্যন্ত ১,৫৬১ মিটার খাল পুনর্খননের ফলে লবণ চাষে নতুন গতি এসেছে। সমুদ্রের লোনা পানি সহজে লবণ মাঠে প্রবেশ করায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, জলাবদ্ধতা কমেছে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। একই সঙ্গে চিংড়ি চাষ ও কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে। এছাড়া কক্সবাজার কেন্দ্রীয় মহাশ্মশান পুকুর পুনর্খনন, পাকা ঘাটলা ও ওয়াকওয়ে নির্মাণের ফলে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, মাছ চাষের সম্প্রসারণ এবং জনসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

রাজশাহী জেলা

রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার পাঁচন্দর ইউনিয়নের যশপুর হাটপুকুর থেকে যোগীশো বড়খাল পর্যন্ত ১,৩৬১ মিটার খাল পুনর্খননের ফলে দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা ও অতিবৃষ্টির পানি নিষ্কাশন সমস্যার সমাধান হয়েছে। প্রায় ১,৭৪৮ একর কৃষিজমিতে ধান, পাটসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শুষ্ক মৌসুমে সংরক্ষিত পানি সেচ কাজে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে মৎস্য চাষ, শাকসবজি উৎপাদন ও গবাদিপশু পালন সম্প্রসারিত হয়ে স্থানীয় জনগণের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। খালের তীরবর্তী উপকারভোগীদের কৃষি, মৎস্য, শাকসবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই ও অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

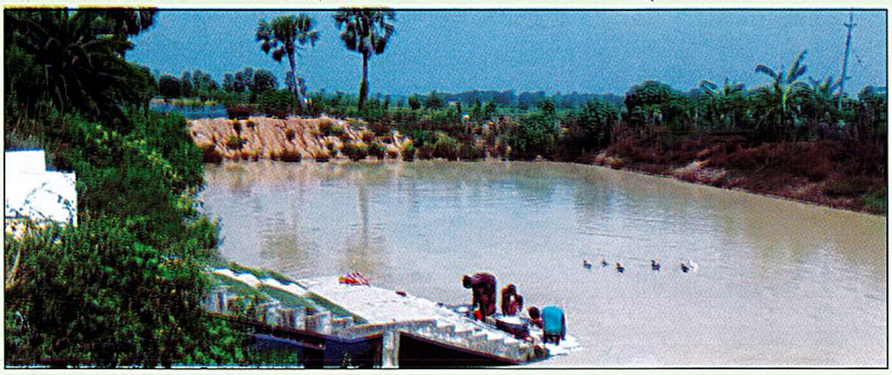

গড়ডাইং আদিবাসী পুকুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

পিরোজপুর জেলা

কাউখালী উপজেলার সয়না-রঘুনাথপুর ১,১৬৮ মিটার খাল পুনর্খননের ফলে প্রায় ৯৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। বর্ষায় জলাবদ্ধতা না থাকায় ফসল রক্ষা পাচ্ছে, শাকসবজি উৎপাদন বেড়েছে এবং খাল থেকে মাছ আহরণের মাধ্যমে স্থানীয় জেলেরা লাভবান হচ্ছেন। ফলে কৃষি উৎপাদন ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

সিলেট জেলা

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ২,৪৪০ মিটার দীর্ঘ রোক্কা খাল পুনর্খননের মাধ্যমে পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টিজনিত বন্যার ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। প্রায় ১,০৮৫ একর জমিতে ধান, পাট ও বিভিন্ন শাকসবজি চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে। কৃষকেরা সময় মতো সেচ সুবিধা পাচ্ছেন, অনাবাদি জমি চাষের আওতায় এসেছে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে জকিগঞ্জ উপজেলার ইমদাদ মজুমদার বিদ্যানিকেতন পুকুর পুনর্খনন ও ঘাটলা নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।

নিরাপদ পানি ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের পুকুরে মাছ চাষের মাধ্যমে আর্থিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা বাস্তবভিত্তিক মৎস্য চাষ সম্পর্কে ধারণা লাভ করছে।

মৌলভীবাজার জেলা

কুলাউড়া উপজেলার কোরবানপুর জোড়াপুল থেকে ধলিয়া হাওরমুখী ছড়া পর্যন্ত ৩,৯৩৪ মিটার খাল পুনর্খননের ফলে প্রায় ১,৭৪৯ একর জমিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমে যাওয়ার পাশাপাশি শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় ধান ও শাকসবজি চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। একই উপজেলার মধ্যহাসিমপুর স্কুল ও জামে মসজিদ পুকুর খননের ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও মুসল্লিরা নিরাপদে পুকুরের পানি ব্যবহার করতে পারছেন। মাছ চাষ, বৃক্ষরোপণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এলাকাবাসীর জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

ময়মনসিংহ জেলা

গৌরীপুর উপজেলার তেলহিবিল খাল পুনর্খননের পাশাপাশি স্থানীয় উপকারভোগীদের গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস পালন ও শাকসবজি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে খালের দুই পাড়ে আয়বর্ধণমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যাপ্ত পানির কারণে মাছ চাষ, সবজি উৎপাদন এবং গবাদিপশু ও হাঁস পালন সম্প্রসারিত হয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি করেছে।

নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নতুন দিগন্ত

৩য় পৃষ্ঠার পর

এ পর্যন্ত নির্বাচিত ১৫টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলায় আরএমসি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চুক্তিভিত্তিক এ ব্যবস্থায় নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচক ও মানদণ্ড অনুসরণ করে ঠিকাদার কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে সড়কের কার্যক্ষমতা, স্থায়িত্ব এবং ব্যবহারকারীদের জন্য সেবার মান ধারাবাহিকভাবে উন্নত হচ্ছে।

রুটিন মেইন্টেনেন্স কন্ট্র্যাক্ট কার্যক্রমের অন্যতম অর্জন হলো নির্বাচিত জেলার গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কসমূহের পেভড কন্ডিশন (রাস্তার উপরিতলের অবস্থা) সন্তোষজনক পর্যায়ে বজায় রাখা। এর ফলে বিদ্যমান রক্ষণাবেক্ষণ বাজেটের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি সড়কের সেবাসক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় জনগণের যাতায়াত আরও সহজ, নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হচ্ছে এবং কৃষি, বাণিজ্যসহ গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি সঞ্চার হচ্ছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ চাহিদা পূরণ এবং গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে রুটিন মেইন্টেনেন্স কন্ট্র্যাক্ট (আরএমসি) একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর উদ্যোগ। পরিকল্পিত ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সড়কের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, যানবাহন পরিচালনা ব্যয় হ্রাস এবং নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। পাইলট কার্যক্রমের সফলতার ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে আরএমসি কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারা দেশে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

এলজিইডির নতুন প্রধান প্রকৌশলী

শেষ পৃষ্ঠার পর

চাকরিজীবনের শুরুতে কুমিল্লা বার্ডে দুই মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় দায়িত্ব পালনকালে তিনি শ্রেষ্ঠ উপজেলা প্রকৌশলী পুরস্কারে ভূষিত হন।

২০১২ সালে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে প্রথমে গাইবান্ধা ও পরবর্তীতে নীলফামারী জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগ দিয়ে পর্যায়ক্রমে উপ-প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ৩১ অক্টোবর ২০২৩ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে এলজিইডির প্রশাসন শাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১২ অক্টোবর ২০২৫ সালে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে মানবসম্পদ উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ শাখার দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনস, লাওস, চীন, জাপান, কানাডা, তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে পেশাগত দক্ষতা সমৃদ্ধ করেন।

জনসম্পৃক্ততার নতুন দৃষ্টান্ত

৫ম পৃষ্ঠার পর

- র‍্যালির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং নির্ধারিত এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা;
- পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক স্টিকার বিতরণ ও সঠিক স্থানে বর্জ্য ফেলার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার;
- 'আমাদের স্বপ্নের বিদ্যালয়' শীর্ষক পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান;
- পরিবারভিত্তিক বর্জ্য পৃথকীকরণ ও পুনর্ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়েস্ট সর্টিং গেম আয়োজন;
- নাগরিক দায়িত্ববোধ ও ৩-আর ধারণা নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণমূলক আলোচনা;
- অংশগ্রহণকারী ইউএলবি-কে সবুজ, লাল ও হলুদ রঙের পৃথক বর্জ্য বিন এবং বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য একটি রিকশাভ্যান প্রদান।

কক্সবাজার পৌরসভা এবং নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত এলাকায় এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়। কর্মসূচিতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বাজার কমিটি, এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী এবং সাধারণ নাগরিকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এ উদ্যোগকে প্রাণবন্ত ও সফল করে তোলে।

জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভবিষ্যতেও পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই নগর গড়ে তুলতে ইউডিসিজিপি এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

উত্তরাতে ৩টি এবং পূর্বাচলে ১১টি দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ এবং ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দন করা। প্রকল্পটি জুন ২০২৭ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিইপি)-এর আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকৌশলগত সহায়তা দিচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। এ লক্ষ্যে ২৭ অক্টোবর ২০২১-এ ডিইপি এবং এলজিইডির মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সম্প্রতি নির্মিত কয়েকটি বিদ্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধন করা বিদ্যালয়গুলো হলো মাজার রোড সংলগ্ন মিরপুর-১ লালকুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিরপুর-৭-এ অবস্থিত আনন্দ নিকেতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাড্ডায় আলাতুনন্নেসা হাই স্কুল সংলগ্ন ভোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডেমরায় কোনাপাড়া রোড পাড়াডগার মান্নান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গুলশানে মাস্টারবাড়ি বাজার-আটিপাড়া রোড সংলগ্ন মুন্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোডে অবস্থিত তাজমহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গুলশানে অবস্থিত চারতলা বিশিষ্ট বাউথার ওহাব বেপারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

অবসরে গেলেন এলজিইডির ৭ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

২০২৬ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব), দুইজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং চারজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সরকারি চাকরি থেকে অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গমন করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্ব দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁদের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে তুলে ধরা হলো।

কাজী গোলাম মোস্তফা

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) কাজী গোলাম মোস্তফা ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যান। তিনি ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল তৎকালীন এলজিইবির সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন শেষে প্রধান প্রকৌশলীর রুটিন দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্ব ও নিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ১৯৬৭ সালের ১৫ জানুয়ারি যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

গৌতম প্রসাদ চৌধুরী

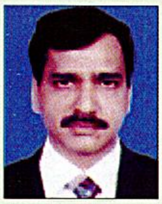

গৌতম প্রসাদ চৌধুরী ১ জানুয়ারি ২০২৬ এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যান। তিনি ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে তৎকালীন এলজিইবি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি ১৯৬৭ সালের ১ জানুয়ারি কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

সৈয়দ শফিকুল ইসলাম

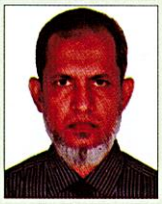

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ শফিকুল ইসলাম ২ মার্চ ২০২৬ অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যান। তিনি ১৯৯২ সালের ২৮ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি পান। সৈয়দ শফিকুল ইসলাম ২ মার্চ ২০২৬ অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যান। দীর্ঘ কর্মজীবনে নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ১ জানুয়ারি ২০২৬ অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যান। তিনি ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে কর্মজীবন শুরু করেন। মোঃ সাখাওয়াত ১২ মে ২০২৪ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি দায়িত্বশীল, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান প্রকৌশলী হিসেবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। মোঃ সাখাওয়াত ১৯৬৭ সালের ১ জানুয়ারি বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

মোঃ রফিকুল হাসান

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ রফিকুল হাসান ১ জানুয়ারি ২০২৬ অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যান। ১৯৯৫ সালের ২০ এপ্রিল মোঃ রফিকুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মোঃ রফিকুল হাসান ১৯৬৭ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

মোঃ আব্দুর রউফ

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রউফ ২ জানুয়ারি ২০২৬ অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যান। ১৯৯৫ সালের ১৯ এপ্রিল সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে তার কর্মজীবন শুরু হয়। বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন শেষে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। মোঃ আব্দুর রউফ কর্মজীবনে তিনি সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৭ সালের ২ জানুয়ারি নাটোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

মোহাঃ মাকসালীন

মোহাঃ মাকসালীন ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যান। তিনি ১৯৯৫ সালের ১৯ এপ্রিল সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে কর্মজীবন শুরু করেন। মোহাঃ মাকসালীন ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি ১৯৬৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

ক্রিলিকের জলবায়ু বিষয়ক স্টাডি ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)-এর জলবায়ু বিষয়ক স্টাডি ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে পাঁচটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং (ক্রিম্প) প্রকল্পের আওতায় ক্রিলিক-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

চুক্তির আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যমান নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আধুনিকায়ন, জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো বিষয়ে ভিডিও ডকুমেন্টারি, ফ্যাক্টশিট ও অন্যান্য প্রকাশনা প্রস্তুত, প্রশিক্ষণ উপকরণকে ছয়টি অ্যানিমেটেড ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ ই-লার্নিং কনটেন্টে রূপান্তর এবং র‍্যাপিড ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা করবে। পাশাপাশি জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়নে বিদ্যমান মানদণ্ড ও নির্দেশিকার পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় হালনাগাদের সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

জলবায়ু বিষয়ক স্টাডি ও গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য ৫টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ

এ ছাড়া বিগত ৩০ বছরে জলবায়ু প্রভাব জনিত অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির একটি সমন্বিত ডাটাবেইসড প্রণয়ন, উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগের ধরন ও ক্ষয়ক্ষতির পরিবর্তন বিশ্লেষণ এবং বরগুনা, ভোলা ও সাতক্ষীরাসহ পাইলট জেলাগুলোতে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রীর বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নের কাজও এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে জলবায়ু সহনশীল স্থানীয় অবকাঠামো পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পাঁচটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক সৈয়দা আসমা খাতুন, ক্রিম্প প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল খালেক, ক্রিলিকের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ লতিফ হোসেন, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ফাতেমা ইসমত আরা, সহকারী প্রকৌশলী অর্পণ পাল ও তন্ময় চক্রবর্তীসহ ক্রিলিকের বিশেষজ্ঞ পরামর্শকগণ।

বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শেষে দেশে ফিরে এলজিইডি কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়

এলজিইডির মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-এর আওতায় বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে ১৬ জন কর্মকর্তা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। গত ১ জানুয়ারি ২০২৬ এলজিইডি সদর দপ্তরে এ অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) কাজী গোলাম মোস্তফা।

সভায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে বিদেশে অর্জিত জ্ঞান, গবেষণা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। পাশাপাশি এসব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এলজিইডির কার্যক্রমে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্প্রসারণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য শুধু ডিগ্রি অর্জন নয়; বরং আন্তর্জাতিক মানের জ্ঞান, গবেষণার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখা। তিনি অর্জিত জ্ঞানকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিষ্ঠান ও দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী প্রকৌশলীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ শফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মানব সম্পদ), ওয়াহিদুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মান নিয়ন্ত্রণ), স্বপন কান্তি পাল, নির্বাহী প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন), মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

উল্লেখ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় মোট ১২৩ জন কর্মকর্তার বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে ইতোমধ্যে ১৬ জন কর্মকর্তা ইতালি, থাইল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ৪ জন ইতালির আইটিসি-আইএলও ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, ১১ জন থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি) থেকে বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস ও এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এবং একজন নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি থেকে কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

এলজিইডি মনে করে, এ উদ্যোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও উত্তম চর্চার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, উদ্ভাবনী সংস্কৃতি এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের গুণগত মান আরও সমৃদ্ধ হবে।

এলজিইডির প্রশিক্ষণ পেয়ে দক্ষ হয়ে উঠছেন নির্মাণশ্রমিকরা

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে দক্ষ নির্মাণশ্রমিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রয়োজন বিবেচনায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) নির্মাণশ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর লক্ষ্য মানসম্মত, টেকসই ও নিরাপদ অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিত করা এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ে গাজীপুরস্থ নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সিএসটিসি)-এ এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) প্রকল্পের অর্থায়নে ২১ দিনব্যাপী ৬টি রোড কনস্ট্রাকশন ট্রেড প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এসব কোর্সে ১২৬ জন নির্মাণশ্রমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং মোট ২,৬৪৬ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়।

গাজীপুর সিএসটিসিতে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ বেলাল হোসেন

প্রশিক্ষণে রাস্তা নির্মাণের প্রতিটি ধাপ–অ্যালাইনমেন্ট, প্রস্থ ও লেভেল নির্ধারণ, ভূমি প্রস্তুতি, সাবগ্রেড, সাব-বেস ও বেস নির্মাণ, কম্প্যাকশন, বিটুমিনাস কার্পেটিং এবং প্রতিটি স্তরে মান নিয়ন্ত্রণের কৌশল হাতে-কলমে শেখানো হয়। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি এবং পেশাগত সচেতনতা সম্পর্কেও প্রশিক্ষণার্থী শ্রমিকদের ধারণা দেওয়া হয়। এলজিইডি বিশ্বাস করে, প্রশিক্ষিত নির্মাণশ্রমিকের অংশগ্রহণে অবকাঠামো নির্মাণকাজ যেমন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হবে, তেমনি নির্মাণের গুণগত মান ও স্থায়িত্বও বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেশের নির্মাণ খাতে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আরসিআইপি বদলে দিচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাস্তবায়নাধীন রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরসিআইপি) দেশের গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি পল্লি অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চার করছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় দেশব্যাপী প্রায় ৩,৯৮০ কিলোমিটার পল্লি সড়ক উন্নয়নের কাজ চলছে। উন্নত ও টেকসই সড়ক যোগাযোগ কৃষিপণ্য পরিবহন, বাজারজাতকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩,২০০ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়নকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ জন দিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রায় ৩০ শতাংশ নারী। প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ১ লাখ ১৫ হাজার জন সরাসরি আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছেন; এর মধ্যে প্রায় ৩৫ হাজার নারীশ্রমিক রয়েছেন। শ্রমিকদের মজুরি বাবদ ইতোমধ্যে প্রায় ৯৭৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

আরসিআইপি প্রকল্পের আওতায় নির্মিত তানোর-আমনূরা সড়ক, তানোর, রাজশাহী

প্রকল্পটি শুধু সড়ক উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ নয়; আধুনিক ও টেকসই অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার ভিত্তি গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর আওতায় দেশব্যাপী জিআইএসভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে, যা ভবিষ্যতে ডিজিটাল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় সহায়ক হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৮৫ হাজার বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

উন্নত সড়ক যোগাযোগের ফলে কৃষিপণ্য দ্রুত ও কম খরচে বাজারে পৌঁছানো, পরিবহন ব্যয় হ্রাস, স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসার পরিধিও উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

২০১৮ সালে একনেকের অনুমোদনপ্রাপ্ত এ প্রকল্পটি জুন ২০২৭ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু-সহিষ্ণু গ্রামীণ সংযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলা, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের পল্লী অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

এলজিইডির উন্নয়ন কার্যক্রমে ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এমপি, সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মীর শাহে আলম, এমপি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এমপি বলেছেন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর কার্যক্রমে আরও গতি আনতে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গ্রামভিত্তিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে দেশপ্রেম, দায়িত্বশীলতা এবং কাজের গুণগত মান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

২৮ মার্চ ২০২৬ আগারগাঁওয়ে এলজিইডির কামরুল ইসলাম সিদ্দিক মিলনায়তনে আয়োজিত এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমবিষয়ক পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি বলেন, উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও টেকসই করতে প্রকল্পের সংখ্যা সীমিত রেখে এর আওতাধীন এলাকার পরিসর বাড়ানো প্রয়োজন। বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র প্রকল্পের পরিবর্তে বৃহৎ পরিসরের সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সহজ হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোঃ শহীদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে এলজিইডির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ বেলাল হোসেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগের মহাপরিচালক মোঃ মাহমুদুল হাসান, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

একই সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা তাঁদের নেতৃত্বের বিকাশ এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

এলজিইডির নতুন প্রধান প্রকৌশলী মোঃ বেলাল হোসেন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মোঃ বেলাল হোসেন। তিনি ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এর আগে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ স্থানীয় সরকার বিভাগের এক অফিস আদেশে তিনি প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একই দিনে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (গ্রেড-২) পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) কাজী গোলাম মোস্তফার স্থলাভিষিক্ত হন।

মোঃ বেলাল হোসেন ১৯৬৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার নগরাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোঃ রুহুল আমিন এবং মাতা মোছাঃ ফজিলাতুন্নাহার। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, রাজশাহী (বর্তমান রুয়েট) থেকে ১৯৮৯ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারসহ বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। এর আগে ১৯৮২ সালে প্রথম বিভাগে এসএসসি এবং ১৯৮৪ সালে কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৯২ সালের ২৮ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা-০৮

উপদেষ্টা : মোঃ বেলাল হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** সৈয়দা আসমা খাতুন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় : আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। প্রকাশনা ও সার্বিক সহায়তায় : মানব সম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার শাখা। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd